The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মানুষ গড়ার বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা : বর্তমান দিনে প্রাসঙ্গিকতা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ পরিপ্রেক্ষিতে

Sandipa Basak
Former Student. Dept. of Education. Diamond Harbour Women's University
West Bengal, India. E-mail I'd - sandipabasak55@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু ভারতীয় ছিলেন না বরং হয়ে উঠেছিলেন একজন বিশ্বনাগরিক। তিনি তাঁর শক্তি, সাহস ও মেধা দিয়ে ভারতবর্ষকে পুনর্জাগরিত করে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার নিজস্ব মতবাদ নব্য-বেদান্তের ধারণা দিয়েছিলেন। যার মূল কথাই মানবসেবা। আর মানুষ তথা ভারতবাসীর সেবা করে তাদের জীবনের মান উন্নত করার জন্য সেই সময় প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নেতৃত্ববর্গের। যার জন্য শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয় বরং প্রয়োজন ছিল প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের। বিবেকানন্দ মনে করতেন শিক্ষার মূল কাজই হবে মানুষ গড়া। ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ স্বামী বিবেকানন্দের এই শিক্ষাচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র বৌদ্ধিক দিক থেকে সক্ষম করে তুলবে তাই নয় বরং তাদের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের মান উন্নত করবে। অধ্যয়নটিতে আমি বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষার সাথে বর্তমান সময়ের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সাথে সাদৃশ্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি।

Keywords

নব্য-বেদান্ত, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, সর্বাঙ্গীন বিকাশ, মানুষ গড়ার শিক্ষা।

ভূমিকা

Swami Vivekananda's Teachings on Man Building: How Related Are They Today, Especially with NEP 2020?

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ছিলেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জাগরণের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতার সিমলাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে দার্শনিক, জাতীয়তাবাদী নেতা ও অন্যদিকে ছিলেন এক মহান শিক্ষাবিদ। তাঁর মতে শিক্ষার মূল লক্ষই হল মানুষ গড়া। শিক্ষাদানের মূল মন্ত্রই হবে মানুষকে মানুষের মতো তৈরী করা। পরিব্রাজক হিসাবে বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ভারতবাসীর দুরাবস্থা

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি যুবসমাজকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। যারা সমাজকে বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব দেবে এবং এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বামীজী মানুষ গড়ার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "আমাদের দেশে এখন প্রয়োজন এমন মানুষ যাদের মাংসপেশী হবে লৌহসদৃশ, স্নায়ু হবে ইস্পাততুল্য এবং ইচ্ছাশক্তি হবে এমন দৃঢ় যার বিচলন করা সম্ভব নয়।" এমন মানুষ গঠনের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। যে শিক্ষার কথাই বিবেকানন্দ বার বার বলে গেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে গেলে তার সর্বাঙ্গীন দিকের যেমন- দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক দিকের বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষালাভ করে দেশের যুবক যুবতীরা শুধু নিজেদের জীবনের মান উন্নয়ন করবে তাই নয় তার সাথে দেশের জাতীয় অগ্রগতির বিকাশে অবদান রাখবে। স্বামীজী বলেন, "শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্যের সমষ্টি নয়, কিন্তু এমন কিছু যার অর্থ আছে।" বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল কথাই ছিল চরিত্র গঠনের প্রস্তুতি, জীবনের প্রস্তুতি। শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে তাঁর উক্তি, "শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।" সম্প্রতি, এই একবিংশ শতাব্দীর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গুলিকে মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার নতুন এক শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০ গ্রহণ করেছে। সেখানেও উল্লেখ রয়েছে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনের দিকে জোর দিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার একটা সূক্ষ প্রতিফলন দেখতে পাই।

➢ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ-

১। মানুষ গড়ার বিষয়ে স্বামীজীর প্রস্তাবিত শিক্ষার মূল ভাবনাটি বোঝার চেষ্টা করা।

২। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ও বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত মানুষ নির্মানের শিক্ষার মধ্যে কী কী সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সেটা তুলে ধরা।

৩। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ গঠনের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু সেটা অনুসন্ধান করা।

➢ সাহিত্য সমীক্ষা

১। Halder (2023) বিবেকানন্দের মানুষ গঠনের শিক্ষা এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি গবেষণা অধ্যয়ন করেছিলেন। গবেষণার ফলাফল হিসাবে উঠে এসেছে যে, বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সাথে গভীরভাবে জড়িত এবং বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

২। Bala (2024) বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন ও বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত একটি গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদত্ত শিক্ষাদর্শনের ধারণা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষার অর্থ হল মানুষের ক্ষমতায়ন করা এবং নিজের উপর স্বাবলম্বী হতে শেখানো।

৩। Dr. Soy (2023) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। গবেষণা অধ্যয়নে উঠে এসেছিল বিবেকাকানন্দের শিক্ষাদর্শনের দ্বারা জাতীয়

All rights reserved. © 2026

শিক্ষানীতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। দেশের যুবকদের অগ্রগতির জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ স্বামীজীর মতামত ও চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করেছে।

৪। Bardhan et.al (2020) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনের প্রভাব নিয়ে একটি অধ্যয়ন করেছিলেন। ফলাফল হিসাবে দেখা গেছে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। স্বামীজীর চরিত্র গঠনের শিক্ষা, সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন ইত্যাদি ধারণা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতেও গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। R. (2019), স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গঠনের শিক্ষা সম্পর্কিত একটি গবেষণা কার্যক্রম সংঘটিত করেছিলেন। ফলাফল দেখা গেছে, মানুষ গড়ার শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান যেমন- চরিত্র গঠন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, সু-অভ্যাস গঠন ও আত্ম উন্নয়ন একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল এবং মানুষ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়।

৬। Mondal. (2021) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার স্বামীজীর মানুষ গড়ার শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কিত একটি গবেষণা অধ্যয়ন করেছিলেন। অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

➢ গবেষণা পদ্ধতি

আমার এই গবেষণাপত্রটিতে মূলত থিওরিটিক্যাল ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান ও গৌণ উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বই, জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০ দলিল। গৌণ উপাদানগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন গবেষণাপত্র, জার্নাল ও বই প্রভৃতি।

➢ বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষার মূল ভাবনা

মানুষ গড়ার ধারণাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কী সেটা সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া দরকার। বিবেকানন্দ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।" এই একটিমাত্র বাক্য থেকেই বোঝা যায় স্বামীজী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে থাকা সমস্ত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সম্পূর্ণ মানুষে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। 'অন্তর্নিহিত সত্তা' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ব্যক্তির অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় থাকা সৎ গুণের সমাহারকে অন্যদিকে 'পরিপূর্ণ বিকাশসাধন' বলতে আমাদের বাস্তব জীবনে সেইসব গুণগুলিকে প্রয়োগ করার কথা বলেছিলেন। বিবেকানন্দ মনে করতেন, যে শিক্ষা প্রকৃত মানুষ তৈরী করে না সেই শিক্ষা অর্থহীন। শিক্ষা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন বিষয় নয়। মানুষের মনই জ্ঞানের পূর্ণ ভান্ডার। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে বাইরের জগতে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "The end of all education, all training should be man-making. The end and aim of all training is to make the man grow." স্বামীজী শিক্ষার দ্বারা মানুষ তৈরীর উপর এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ তিনি, অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে শিক্ষার দ্বারাই দেশের ও সর্বোপরি সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব। ভারতবর্ষের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষিত

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মানুষের। আর একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই পারে মানুষ গড়ে তুলতে। বিবেকানন্দের শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে এখানে আলোচনা করলে তার মানুষ গড়ার শিক্ষার আসল অর্থ বোঝা যাবে।

- **বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য**

চরিত্র গঠন

শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক বিকাশে সহায়ক হবে। মানুষের অন্তরে থাকা সৎ গুণাবলী যেমন- নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, উদারতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে মানুষ হয়ে ওঠার দিকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মানুষের অন্তরে দেবত্বের প্রকাশ

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে। শিক্ষা আমাদের মনের অন্ধকারের আবরণকে অনাবৃত করে ব্রহ্মের সাথে আত্মাকে একাত্ম হতে শক্তি প্রদান করে।

আত্ম উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতা

শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই সর্বদা প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে। শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা প্রত্যকে নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের উক্তি, "Education means that process by which character is formed, strength of mind is increased and, intellect is sharpened, as a result of which one can stand on one's own feet."

ব্যক্তিত্ব গঠন

শিক্ষার চরম লক্ষ্যের মধ্যে একটি হল ব্যক্তিত্ব গঠন। মানুষ হয়ে উঠতে গেলে তার মধ্যে প্রয়োজন হয় সুচারু ব্যক্তিত্বের। প্রতিটি মানুষ তার অন্তর্নিহিত স্বরূপকে বাইরে প্রকাশ করবে। এই অবস্থায় সে তার অভ্যন্তরীন প্রেষণা দ্বারা চালিত হবে। এভাবেই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে।

আত্মবিশ্বাস জাগরণ

শিক্ষা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করবে। বিবেকানন্দ মনে করতেন, যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পারে না। শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা নিজে স্বাবলম্বী হবে। তবেই তারা সমাজে মানুষ হিসাবে প্রকৃত দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, মানুষের অভ্যন্তরীন মননে, যে আধ্যাত্মিক শক্তি, যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব আগে থেকেই বর্তমান সেই শক্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে উন্মোচন করা এবং তাকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার অর্থই প্রকৃতপক্ষে মানুষ গড়ার শিক্ষা।

- **জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ও বিবেকানন্দের মানুষ গঠনের শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য**

শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ গ্রহণ করেছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে যে সুপারিশগুলি করা আছে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সেগুলি বিবেকানন্দের মানুষ গঠনের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বামীজী বিংশ শতকে দাঁড়িয়ে যে চিন্তা করেছিলেন তা একবিংশ শতকে এসেও আরও বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ও বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্যগুলি নিম্নরূপ-

শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন

স্বামীজী মনে করতেন একটি শিক্ষার্থীর সব দিকের যেমন- দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ সাধন করতে হবে। তবেই সে স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্ত যে সম্ভাবনাগুলি রয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে। আর একজন ব্যক্তি প্রকৃত মানুষ তখনই হতে পারবে যখন তার অন্তর্নিহিত গুণাবলী মানুষ তথা সমাজের উপকারে আসবে। স্বামী বিবেকানন্দের এই ভাবনার প্রতিফলন আমরা সুস্পষ্টভাবে এই শিক্ষানীতিতে দেখতে পাই।

মূল্যবোধের শিক্ষা

মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে থাকা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী। এটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সৎ চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে- সততা, মানবিকতা, সেবার মনোভাব ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দ ছয়টি মৌলিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেমন- মনের উন্নতিসাধন, নির্ভীকতা, সেবাপরায়নতা, আঘাতহীনতা, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পবিত্রতা এবং আত্মত্যাগ (Barman, 2025) । মানুষ হয়ে ওঠার জন্য ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকা আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ রিপোর্টেও সুপারিশ করা হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার করবে তাই নয় তাদের মধ্যে সঠিক মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। তবেই তারা সমাজে মানুষ হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

নাগরিকত্বের বিকাশ

আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতের দায়িত্ববান্ নাগরিক। প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তিকে সমাজের একজন সচেতন ও উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। স্বামীজী মনে করতেন শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের জ্ঞান প্রদান করা। যাতে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে একজন নাগরিক হয়ে সমাজে কী কী কর্তব্য আছে তার। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বিবেকানন্দের এই শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষের ভেতরে যে জ্ঞান অর্জন করবে তার প্রয়োগ করবে নাগরিক সমাজে। এভাবেই সুস্থ সমাজ গঠিত হবে যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে।

নেতৃত্ব গঠন

ভারতবর্ষের অবস্থার উন্নতির জন্য বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সঠিক শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত নেতা তৈরী করতে, কারণ প্রকৃত নেতাই তার শক্তি, মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে দেশকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দেবে। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত' কঠোপনিষদ্ (১/৩/১৪) অর্থাৎ 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না' এই মন্ত্রে তিনি যুবসমাজকে উজ্জীবিত করেছিলেন। স্বামীজী মনে করতেন, যুবদের মধ্যে নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকশিত হলে তারা দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারবে। তিনি বলেছিলেন আসল নেতা হবে সেবক, শাসক নয়। দেশের যুবক-যুবতীদের তিনি লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকতে বলেছেন এবং সাহসিকতায় বলীয়ান হতে বলেছেন। এমন মানুষই

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তো দেশের স্বার্থে বৃহত্তর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদি জাগিয়ে তোলার কথা বলেছে। শিক্ষার্থীরা দেশের অগ্রগতিতে নিজের অবদান রাখবে এবং দেশকে বিশ্ব সেরা করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে যে 'বিশ্বগুরু' ধারণা দেওয়া হয়েছে তা আসলেই বিবেকানন্দের চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দের মানুষ গঠনের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

একবিংশ শতাব্দী হল তথ্য প্রযুক্তির যুগ। এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে সমাজে বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য মানুষের। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের দিকে ঝোঁক বেশী। বর্তমান শিক্ষা ডিগ্রী অর্জনের উপর বেশী গুরুত্ব দেয় কিন্তু শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে কীভাবে নিজেদের উন্নতির জন্য কাজে লাগানো যাবে সেটা বলে না। শিক্ষা যেন ক্রমশ হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র কোন চাকরি গ্রহণ করে অর্থ উপার্জনের অবলম্বন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে এমনভাবে চালিত করতে হবে তা যেন হয়ে ওঠে শিশুদের মনের উদারতা বৃদ্ধি করার, চরিত্র বলিষ্ঠ করার মাধ্যম। শিশুর মনকে শক্তিশালী করা, তার বুদ্ধিকে শানিত করা এবং সর্বোপরি তার আত্মোপলব্ধি ঘটানো এইসব শিক্ষার মুখ্য কাজ। কিন্তু আমাদের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর চারিত্রিক বিকাশের প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপিত হয় না যতটা বর্তমান সময়ে দরকার। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা বাণিজ্যিকীকরণ লক্ষ্য করছি। কিছু মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর মধ্যেই আজ গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই শিক্ষাও শিক্ষার্থীদের কতটা মানুষে পরিণত করছে আর কতটা যান্ত্রিক মানবে রূপান্তরিত করছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বর্তমান সমাজে যেখানে দ্রুত মানুষের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটছে, মানুষের মন ক্রমাগত হিংসায় পরিপূর্ণ হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষাকেই দায়িত্ব নিতে হয় মানুষ গঠনের। শিক্ষাই যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষ গড়ে তুলতে না পারে তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? এখানেই একবিংশ শতকে এসেও স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী অনুভূত হয়। শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞানের বিস্তার করে না বরং মানুষের মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতনতা, মূল্যবোধ জাগ্রত করে। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করে একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য চাই এমন শিক্ষা যা সুস্থ মনোভাবাসম্পন্ন মানুষ তৈরী করবে। তাই বলা যেতে পারে আজকের দিনে এসেও স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম এবং যুগোপযোগী।

উপসংহার

সমগ্র ভারতবর্ষ যখন এক গভীর সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল। তার জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরিত করে তাদের অবনমিত অবস্থা থেকে উন্নীত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক উন্নতি। বিবেকানন্দ বলেছিলেন মানুষ গড়াই তার জীবনের ব্রত। প্রকৃত মানুষ গড়ে তিনি সকলের সম্মিলিত শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাই আজকের শিশুকে আগামী দিনের সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক তথা মানুষে পরিণত করবে। শিক্ষাই ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্ব আনার একমাত্র হাতিয়ার।

All rights reserved. © 2026

Reference

- Barman, M. (2025). Significance of value Education in the Context of NEP 2020. International Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 731-738. DOI: 10.5281/Zenodo. 15390987.
- Halder, S. (2023). HUMANISTIC APPROACH AND VIVEKANANDA'S MAN-MAKING EDUCATION. International Journal of Creative Research Thoughts, 11(12), 611-620.
- Roy, M. (2022). A critical study on the Holistic and Multidisciplinary Approach of National Educational Policy 2020 (NEP-2020) in India. International Journal of Multidisciplinary Research, 4(6), 1-7. DOI: https://org/10.369481/ijfmr.2022:vo4i06.971
- Biswas, S. (2018). Thoughts and Ideas of Swami Vivekananda on Education: A Brief Study. Journal for Emerging Technologies and Innovative Research, 5(8), 16-20.
- Jacob, R., Gaur, R. (2024). Revitalizing Mass Education: Swami Vivekananda's vision and its Relevance to NEP 2020. Library Progress International, 44(3), 4287-4293. https://doi.org/10.48165/bapas. 2024. 44. 2. 1
- Soy, S.S. (2023). NEP 2020 In the light of Swami Vivekananda's Educational Philosophy: An Analysis. International Journal for Multidisciplinary Research, 5(4), 1-11. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.VO5i04.5969.
- Bardhan, T., Shaw, P. & Daimari, S. (2020). A STUDY ON THE INFLUENCE OF SWAMI VIVEKANANDA'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY ON THE PRESENT EDUCATION SYSTEM. International journal of Early childhood Special Education, 12(2), 384-388.
- Bala, A. (2024). Relevancy of Educational Philosophy of Swami Vivekananda in Present Scenario. Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika, 11(8), DOI: 10.5281/Zenodo. 11126542.
- রায়, সুশীল. (২০১৯-২০২০). শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন (চতুর্বিংশ সংস্করণ). (সোমা বুক এজেন্সী), পৃ-৭০৩-৭০৪।
- কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্ (১/৩/১৪)।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার।
- R. Radha. (2019). SWAMI VIVEKANANDA'S MISSION ON MAN MAKING EDUCATION. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 6(6), 111-114.
- Mondal, N. (2021). In Present Educational System Role of swami Vivekananda'S Man-Making Education. International Journal of Research Publication and Reviews, 2(1), 106-109.

All rights reserved. © 2026